যুগান্তর

তারিখ ... 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ২ .....

নরসিংদীতে অধ্যক্ষের ঘুষ দাবির অভিযোগ

সার্টিফিকেট না দেয়ায় ছাত্রের বিষ পান

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর মনোহরদীতে সার্টিফিকেট না দেয়ায় মনের দুঃখে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন এক শিক্ষার্থী। মুমূর্ষু শিক্ষার্থী শহিদুল ইসলামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুরে মনোহরদী উপজেলা হরি নারায়ণপুর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। সার্টিফিকেট প্রদানকে কেন্দ্র করে ঘুষ দাবির অভিযোগ উঠেছে ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন (০১৭১৮৮০৭৮৪৯ নম্বর) বন্ধ করে গা-ঢাকা দিয়েছেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন। শিক্ষার্থীর পরিবার ও মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে মনোহরদী উপজেলার হরিনারায়ণপুর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা থেকে আলেম পরীক্ষা দেন দৌলতপুর ইউনিয়নের কেরানীনগর গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে শহিদুল ইসলাম। উচ্চশিক্ষার আশায় শহিদুল মনোহরদী ডিগ্রি কলেজে অনার্স ভর্তির জন্য আবেদন করেন। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, অনার্সে ভর্তির জন্য আলেম পাসের সার্টিফিকেট জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে দরিদ্র এ শিক্ষার্থী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন মৌলভীর চাহিদামতো তিন হাজার টাকা জোগার করতে পারেনি। অবশেষে কৃষিকাজ করে ৫শ' টাকা তুলে দেন অধ্যক্ষের কাছে। এতে তিনি সার্টিফিকেট দিতে রাজি হননি।

এদিকে শনিবার মনোহরদী ডিগ্রি কলেজে অনার্স ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিন ছিল। পুনরায় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে মাদ্রাসায় যায় শহিদুল। কিন্তু তিন হাজার টাকা না দিলে সার্টিফিকেট দেয়া হবে না বলে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। কোনোভাবেই সার্টিফিকেট না নিতে পেরে মনের দুঃখে অধ্যক্ষের সামনে বিষ পান করেন। পরে মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাকে মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে বিকালে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে শিক্ষার্থী বিষ খেয়ে আত্মহত্যার খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন তার গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় ইউপি সদস্য বজলুর রহমান বলেন, অনার্স ভর্তির জন্য তাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছিল না মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। তিনি তিন হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। মনোহরদী থানার ওসি (তদন্ত) মেহেদী মাসুদ বলেন, অধ্যক্ষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি সানাউল্লাহ হক নিরু বলেন, শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে টাকা নেয়ার কোনো বিধান নেই। এটা আমি প্রথম শুনেছি। মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।